



প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ সহায়িকা

১০০টির উপরে real প্রশ্নের দুর্দান্ত ব্যাখ্যাসহ সমাধান,
Exam Analysis এবং
সর্বশেষ পরীক্ষার আলোকে ১০০ সেট super মডেল টেস্ট।

সার্বিক নির্দেশনায়

সাইফুর রহমান খান
প্রাক্তন শিক্ষক, আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডিজিটাল সংস্করণ : মে, ২০২৩

প্রকাশনায় : **porua.org**

কপিরাইট : সাইফুর রহমান খান

মূল্য : ২৫০ টাকা মাত্র

সূচিপত্র

▶ মডেল টেস্ট: ২৩	৪৮৯	▶ মডেল টেস্ট: ৬২	৫৮৩
▶ মডেল টেস্ট: ২৪	৪৯১	▶ মডেল টেস্ট: ৬৩	৫৮৬
▶ মডেল টেস্ট: ২৫	৪৯৪	▶ মডেল টেস্ট: ৬৪	৫৮৮
▶ মডেল টেস্ট: ২৬	৪৯৬	▶ মডেল টেস্ট: ৬৫	৫৯০
▶ মডেল টেস্ট: ২৭	৪৯৯	▶ মডেল টেস্ট: ৬৬	৫৯৩
▶ মডেল টেস্ট: ২৮	৫০১	▶ মডেল টেস্ট: ৬৭	৫৯৫
▶ মডেল টেস্ট: ২৯	৫৪০	▶ মডেল টেস্ট: ৬৮	৫৯৮
▶ মডেল টেস্ট: ৩০	৫০৬	▶ মডেল টেস্ট: ৬৯	৬০০
▶ মডেল টেস্ট: ৩১	৫০৯	▶ মডেল টেস্ট: ৭০	৬০২
▶ মডেল টেস্ট: ৩২	৫১১	▶ মডেল টেস্ট: ৭১	৬০৫
▶ মডেল টেস্ট: ৩৩	৫১৪	▶ মডেল টেস্ট: ৭২	৬০৭
▶ মডেল টেস্ট: ৩৪	৫১৬	▶ মডেল টেস্ট: ৭৩	৬১০
▶ মডেল টেস্ট: ৩৫	৫১৯	▶ মডেল টেস্ট: ৭৪	৬১২
▶ মডেল টেস্ট: ৩৬	৫২১	▶ মডেল টেস্ট: ৭৫	৬১৫
▶ মডেল টেস্ট: ৩৭	৫২৩	▶ মডেল টেস্ট: ৭৬	৬১৭
▶ মডেল টেস্ট: ৩৮	৫২৬	▶ মডেল টেস্ট: ৭৭	৬১৯
▶ মডেল টেস্ট: ৩৯	৫২৮	▶ মডেল টেস্ট: ৭৮	৬২২
▶ মডেল টেস্ট: ৪০	৫৩০	▶ মডেল টেস্ট: ৭৯	৬২৪
▶ মডেল টেস্ট: ৪১	৫৩৩	▶ মডেল টেস্ট: ৮০	৬২৭
▶ মডেল টেস্ট: ৪২	৫৩৫	▶ মডেল টেস্ট: ৮১	৬২৯
▶ মডেল টেস্ট: ৪৩	৫৩৮	▶ মডেল টেস্ট: ৮২	৬৩১
▶ মডেল টেস্ট: ৪৪	৫৪০	▶ মডেল টেস্ট: ৮৩	৬৩৫
▶ মডেল টেস্ট: ৪৫	৫৪৩	▶ মডেল টেস্ট: ৮৪	৬৩৭
▶ মডেল টেস্ট: ৪৬	৫৪৫	▶ মডেল টেস্ট: ৮৫	৬৪০
▶ মডেল টেস্ট: ৪৭	৫৪৮	▶ মডেল টেস্ট: ৮৬	৬৪২
▶ মডেল টেস্ট: ৪৮	৫৫০	▶ মডেল টেস্ট: ৮৭	৬৪৫
▶ মডেল টেস্ট: ৪৯	৫৫২	▶ মডেল টেস্ট: ৮৮	৬৪৭
▶ মডেল টেস্ট: ৫০	৫৫৫	▶ মডেল টেস্ট: ৮৯	৬৪৯
▶ মডেল টেস্ট: ৫১	৫৫৭	▶ মডেল টেস্ট: ৯০	৬৫২
▶ মডেল টেস্ট: ৫২	৫৫৯	▶ মডেল টেস্ট: ৯১	৬৫৪
▶ মডেল টেস্ট: ৫৩	৫৬২	▶ মডেল টেস্ট: ৯২	৬৫৭
▶ মডেল টেস্ট: ৫৪	৫৬৪	▶ মডেল টেস্ট: ৯৩	৬৫৯
▶ মডেল টেস্ট: ৫৫	৫৬৬	▶ মডেল টেস্ট: ৯৪	৬৬২
▶ মডেল টেস্ট: ৫৬	৫৬৯	▶ মডেল টেস্ট: ৯৫	৬৬৫
▶ মডেল টেস্ট: ৫৭	৫৭১	▶ মডেল টেস্ট: ৯৬	৬৬৭
▶ মডেল টেস্ট: ৫৮	৫৭৩	▶ মডেল টেস্ট: ৯৭	৬৭০
▶ মডেল টেস্ট: ৫৯	৫৭৬	▶ মডেল টেস্ট: ৯৮	৬৭২
▶ মডেল টেস্ট: ৬০	৫৭৮	▶ মডেল টেস্ট: ৯৯	৬৭৫
▶ মডেল টেস্ট: ৬১	৫৮১	▶ মডেল টেস্ট: ১০০	৬৭৮

বিষয়ভিত্তিক আলোচনা



অধ্যায়- ৪

বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা সাহিত্য

৬৮১

১ম পরিচ্ছেদ: বাংলা ব্যাকরণ

০১. বানান ও বাক্য শুদ্ধিকরণ	৬৮২
০২. সমার্থক শব্দ	৬৮৫
০৩. বিপরীতার্থক শব্দ ও শব্দার্থ	৬৮৭
০৪. বাগধারা	৬৯২

০৫. বাক্য সংকোচন	৬৯৭
০৬. কারক-বিভক্তি	৭০১
০৭. সমাস	৭০৪
০৮. সন্ধি	৭০৯
০৯. ধ্বনি ও বর্ণ	৭১৫

সূচিপত্র

১০. পদ-প্রকরণ	৭১৮
১১. বাক্যের শ্রেণিবিভাগ	৭২১
১২. উপসর্গ	৭২৪
১৩. প্রকৃতি-প্রত্যয়	৭২৬
১৪. ভাষা ও ব্যাকরণ	৭২৯
১৫. শব্দ-প্রকরণ	৭৩০
১৬. অনুবাদ-পারিভাষিক শব্দ	৭৩২
১৭. যতি চিহ্ন	৭৩৭
১৮. দ্বিরুক্ত শব্দ	৭৩৯
১৯. পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ	৭৪১
২০. বচন	৭৪১

২য় পরিচ্ছেদ: বাংলা সাহিত্য

০১. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস	৭৪২
০২. বিভিন্ন শাখার প্রথম, প্রবর্তক ও জনক, উল্লেখযোগ্য চরিত্রের স্রষ্টা ও গ্রন্থ	৭৪৩
০৩. উপাধি, ছদ্মনাম, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, মহাকাব্য, প্রহসন ও রম্যরচনা	৭৪৪
০৪. কবি সাহিত্যিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, চরণ ও উক্তি	৭৪৮



অধ্যায়- ৫

English Grammar & English Literature

৭৬৩

প্রথম পরিচ্ছেদ: English Grammar

০১. Parts of Speech	৭৬৪
০২. Number	৭৬৮
০৩. Gender	৭৭১
০৪. Article	৭৭৪
০৫. Preposition	৭৭৮
০৬. Tense	৭৮৪
০৭. Correction	৭৮৭
০৮. Fill in the Bank	৭৯২
০৯. Voice	৭৯৪
১০. Sentence	৭৯৮

১১. Narration	৭৯৯
১২. Degree	৮০৩
১৩. Correct Spelling	৮০৬
১৪. Phrases & Idioms	৮০৮
১৫. Synonyms & Antonyms	৮১১
১৬. Analogy	৮১৯
১৭. Translation	৮২১

২য় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: English Literature

০১. Literary History Timeline	৮২৬
০২. Writers/Authors & Important Works	৮২৭



অধ্যায়- ৬

গণিত

৮৩৩

প্রথম পরিচ্ছেদ: (পাটি গণিত)

০১. সংখ্যা	৮৩৪
০২. ভগ্নাংশ	৮৩৮
০৩. দশমিক, দশমিক ভগ্নাংশ, বর্গ ও বর্গমূল	৮৪২
০৪. ল.সা.গু ও গ.সা.গু	৮৪৪
০৫. অনুপাত-সমানুপাত ও মিশ্রণ	৮৪৮
০৬. বয়স	৮৫৪
০৭. গড়	৮৫৮
০৮. ঐকিক নিয়ম	৮৬৩
০৯. সময় ও কাজ	৮৬৬
১০. শতকরা	৮৭১
১১. ক্রয়-বিক্রয় ও লাভ-ক্ষতি	৮৭৫
১২. সুদকষা	৮৮২
১৩. সময়, দূরত্ব ও গতিবেগ	৮৮৭
১৪. ট্রেন	৮৯১
১৫. নৌকা ও স্রোত	৮৯২

১৬. ধারা	৮৯৫
১৭. বিবিধ	৮৯৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: (বীজগণিত)

০১. বীজগাণিতিক সূত্রাবলী ও প্রয়োগ	৮৯৯
০২. সরল সমীকরণ ও মান নির্ণয়	৯০৩
০৩. উৎপাদকে বিশ্লেষণ	৯০৬
০৪. সূচক ও লগারিদম	৯০৮
০৫. ল.সা.গু ও গ.সা.গু	৯১১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: (জ্যামিতি)

০১. কোণ	৯১২
০২. ত্রিভুজ	৯১৪
০৩. চতুর্ভুজ	৯১৯
০৪. বৃত্ত	৯২৪
০৫. বিবিধ	৯২৭



অধ্যায়- ৭

সাধারণ বিজ্ঞান

৯২৯

০১. পদার্থ বিজ্ঞান	৯৩০	০৭. প্রাণিবিজ্ঞান	৯৪৩
০২. মহাকাশ বিজ্ঞান	৯৩৩	০৮. পরিবেশ বিজ্ঞান	৯৪৪
০৩. ভূগোল	৯৩৪	০৯. মানবদেহ	৯৪৫
০৪. আবিষ্কার ও বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ব্যবহার	৯৩৭	১০. খাদ্য, পুষ্টি ও ভিটামিন	৯৪৬
০৫. রসায়ন	৯৩৮	১১. রোগ ও চিকিৎসা	৯৪৭
০৬. উদ্ভিদ বিজ্ঞান	৯৪১		



অধ্যায়- ৮

কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি

৯৪৯

০১. কম্পিউটার	৯৫০	০২. তথ্যপ্রযুক্তি	৯৫৩
---------------------	-----	-------------------------	-----



অধ্যায়- ৯

সাধারণ জ্ঞান - বাংলাদেশ বিষয়াবলী

৯৫৫

০১. বাংলাদেশ পরিচিতি (ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানা)	৯৫৬	০৮. বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও উপজাতি সম্প্রদায়	৯৬২
০২. সাগর, নদ-নদী, হাওর, দ্বীপ ও পাহাড়-পর্বত	৯৫৬	০৯. শিল্প ও সংস্কৃতি	৯৬৩
০৩. বাংলাদেশের সম্পদসমূহ (কৃষি, বনজ, খনিজ, শক্তি)	৯৫৭	১০. ঐতিহাসিক স্থান, বিহার, পুরাকৃতি ও স্থাপত্য	৯৬৩
০৪. বাংলাদেশের অর্থনীতি, শিল্প-বাণিজ্য	৯৫৮	১১. পরিবহন ও যোগাযোগ	৯৬৪
০৫. প্রাচীন বাংলার ইতিহাস	৯৫৯	১২. আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ	৯৬৫
০৬. বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ শাসন	৯৬০	১৩. খেলাধুলায় বাংলাদেশ	৯৬৫
০৭. বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রশাসনিক কাঠামো	৯৬১	১৪. বিবিধ	৯৬৫



অধ্যায়-১০

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতা

৯৬৭

১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	৯৬৮	১. বীরশ্রেষ্ঠ পরিচিতি	৯৭১
২. পাকিস্তানী আমলে বাংলাদেশ	৯৬৯	২. মুক্তিযুদ্ধে বিদেশিদের ভূমিকা	৯৭২
৩. মুজিবনগর সরকার	৯৭০	৩. বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী দেশ	৯৭২
৪. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা	৯৭০		
৫. মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বসূচক খেতাব	৯৭১		



অধ্যায়-১১

সাধারণ জ্ঞান - আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী

৯৭৩

১. বিশ্ব সভ্যতা ও ইতিহাস, বিশ্ব পরিচিতি	৯৭৪	১০. বিশ্বের স্মরণীয় যুদ্ধ ও চুক্তি	৯৮০
২. দেশ-মহাদেশ	৯৭৪	১১. রাজনৈতিক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান	৯৮১
৩. রাজধানী, মুদ্রা ও আইনসভা	৯৭৬	১২. পুরস্কার ও সম্মাননা	৯৮১
৪. বিখ্যাত প্রণালী, লাইন ও সীমারেখা	৯৭৬	১৩. আলোচিত ব্যক্তিত্ব ও বিখ্যাত চিত্রশিল্পী	৯৮২
৫. ভৌগোলিক উপনাম, সাগর-মহাসাগর, নদী, হ্রদ	৯৭৭	১৪. শিল্প, বাণিজ্য ও খনিজ	৯৮২
৬. জাতিসংঘ	৯৭৮	১৫. খেলাধুলা	৯৮৩
৭. অর্থনৈতিক জোট, আর্থিক সংস্থা ও বাণিজ্যিক চুক্তি	৯৭৯	১৬. বিবিধ	৯৮৩
০৮. রাজনৈতিক জোট ও সামরিক জোট ও পুলিশ সংস্থা	৯৭৯		
০৯. আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থা, সদরদপ্তর ও অন্যান্য	৯৮০		



অধ্যায়-১২

শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাতত্ত্ব

৯৮৫

০১. বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ৯৮৬ ০২. গুরুত্বপূর্ণ MCQ ৯৮৬



অধ্যায়-১৩

মৌখিক পরীক্ষা বা ভাইভা প্রস্তুতি

৯৮৯

- | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| ▶ ভাইভা সম্পর্কিত টিপস ৯৯০ | ▶ সাক্ষাতার: ৮ ৯৯৫ | ▶ সাক্ষাতার: ১৮ ১০০২ |
| ▶ ভাইভা বোর্ডে সভ্যব্য গুরুত্বপূর্ণ টিপস ... ৯৯০ | ▶ সাক্ষাতার: ৯ ৯৯৬ | ▶ সাক্ষাতার: ১৯ ১০০২ |
| ২৫ সেট নমুনা সাক্ষাতকার | ▶ সাক্ষাতার: ১০ ৯৯৬ | ▶ সাক্ষাতার: ২০ ১০০৩ |
| ▶ সাক্ষাতার: ১ ৯৯২ | ▶ সাক্ষাতার: ১১ ৯৯৭ | ▶ সাক্ষাতার: ২১ ১০০৪ |
| ▶ সাক্ষাতার: ২ ৯৯২ | ▶ সাক্ষাতার: ১২ ৯৯৮ | ▶ সাক্ষাতার: ২২ ১০০৫ |
| ▶ সাক্ষাতার: ৩ ৯৯৩ | ▶ সাক্ষাতার: ১৩ ৯৯৮ | ▶ সাক্ষাতার: ২৩ ১০০৫ |
| ▶ সাক্ষাতার: ৪ ৯৯৩ | ▶ সাক্ষাতার: ১৪ ৯৯৯ | ▶ সাক্ষাতার: ২৪ ১০০৬ |
| ▶ সাক্ষাতার: ৫ ৯৯৪ | ▶ সাক্ষাতার: ১৫ ১০০০ | ▶ সাক্ষাতার: ২৫ ১০০৭ |
| ▶ সাক্ষাতার: ৬ ৯৯৪ | ▶ সাক্ষাতার: ১৬ ১০০০ | |
| ▶ সাক্ষাতার: ৭ ৯৯৫ | ▶ সাক্ষাতার: ১৭ ১০০১ | |

সাম্প্রতিক বাংলাদেশ ও বিশ্ব



অধ্যায়-১৪

সাধারণ জ্ঞান - সাম্প্রতিক বাংলাদেশ

১০০৮

- | | |
|--|--|
| ০১. মুজিব বর্ষ ১০০৯ | ০৮. স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২০ ১০১০ |
| ০২. অস্পর্শনীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ১০০৯ | ০৯. একুশে পদক ২০২০ ১০১০ |
| ০৩. Geographical Indication ১০০৯ | ১০. বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৯ ১০১১ |
| ০৪. কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ২০১৯ ১০০৯ | ১১. বঙ্গবন্ধুর বায়োপিক ১০১১ |
| ০৫. বিমান বাংলাদেশ-এর ড্রিমলাইনার ১০০৯ | ১২. বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানরা ১০১১ |
| ০৬. জাতীয় বাজেট (২০২০-২০২১) ১০০৯ | ১৩. সংক্ষেপে সাম্প্রতিক বাংলাদেশ ১০১১ |
| ০৭. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) | ১৪. রিপোর্ট-জরিপে বাংলাদেশ ১০১২ |
| খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার ও অবদান ১০১০ | ১৫. খেলাধুলা ১০১৩ |



অধ্যায়-১৫

সাধারণ জ্ঞান - সাম্প্রতিক বিশ্ব

১০১৪

- | | |
|--|---|
| ০১. করোনা ভাইরাস ১০১৫ | ১১. আন্তর্জাতিক সংস্থার বর্তমান সদস্য ১০১৭ |
| ০২. করোনা ভ্যাকসিন ১০১৫ | ১২. বিভিন্ন সংস্থার শীর্ষ ব্যক্তিবর্গ ১০১৭ |
| ০৩. ইসরায়েল ও আরব আমিরাতের ঐতিহাসিক চুক্তি ১০১৫ | ১৩. গুরুত্বপূর্ণ দেশের বর্তমান প্রধান ১০১৮ |
| ০৪. মাথাপিছের নতুন দল ১০১৫ | ১৪. নোবেল পুরস্কার: ২০২০ ১০১৮ |
| ০৫. ৫৯তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন: ২০২০ ১০১৬ | ১৫. বুকার পুরস্কার: ২০২০ ১০১৯ |
| ০৬. লেবাননের বৈরত বিক্ষোভ ১০১৬ | ১৬. সংক্ষেপে সাম্প্রতিক বিশ্ব ১০১৯ |
| ০৭. রিপোর্ট-জরিপ ১০১৬ | ১৭. খেলাধুলা: ১২ তম বিশ্বকাপ ক্রিকেট: ২০১৯ ১০২০ |
| ০৮. FAO Food Outlook 2020 ১০১৬ | ২১ তম ফুটবল বিশ্বকাপ: ২০১৯ ১০২০ |
| ০৯. World Trade Statistical Review 2020 ১০১৬ | |
| ১০. বৈশ্বিক বহুমাত্রিক দারিদ্র সূচক ২০২০ ১০১৭ | |

প্রাথমিক সহ. শিক্ষক নিয়োগ এর লিখিত পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের জন্য OMR শীট পূরণের নির্দেশনাবলী

[প্রার্থীকে অবশ্যই এ নির্দেশনা অনুযায়ী OMR শীট পূরণ করতে হবে]

১. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে “সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ” এর লিখিত পরীক্ষা শুধুমাত্র নৈর্ব্যক্তিক (এমসিকিউ) প্রশ্নের গ্রহণ করা হবে।
২. পরীক্ষার মোট সময় ১ ঘণ্টা (অর্থাৎ ৬০ মিনিট)। ৮০ (আশি) নম্বরের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। মোট প্রশ্ন সংখ্যা হবে ৮০ (আশি)। প্রতি প্রশ্নের জন্যে ১ (এক) নম্বর নির্ধারণ করা আছে। উত্তরদাতা প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ১ (এক) নম্বর পাবেন এবং প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ (দশমিক দুই পাঁচ) নম্বর কাটা যাবে।
৪. ও.এম.আর শীটের বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা ভরাট করতে হবে। ও.এম.আর শীট পেন্সিল দ্বারা পূরণ করে পরবর্তীতে কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা ভরাট করা যাবে না। উত্তরপত্র পেন্সিলে বৃত্ত ভরাট বা লেখা অথবা ফাঁকা রাখলে উত্তরপত্রটি বাতিল বলে গণ্য হবে।
৫. নৈর্ব্যক্তিক প্রত্যেক প্রশ্ন নম্বরের নিচে K, L, M, N এর ক্রম ৪টি করে উত্তর দেয়া থাকবে। উত্তর প্রদানের জন্য পরীক্ষা কক্ষে প্রত্যেক প্রার্থীকে আলাদাভাবে একটি করে ও.এম.আর. শীট ও প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হবে। প্রার্থী অবশ্যই নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরের জন্য সরবরাহকৃত ও.এম.আর. শীটটি ব্যবহার করবেন। কোন অবস্থাতেই ও.এম.আর বা প্রশ্নপত্রে বা প্রশ্নের পার্শ্বে বা সম্ভাব্য উত্তরের ডান পার্শ্বে উত্তর হিসেবে কোন টিক (✓) চিহ্ন বা অন্য কোন চিহ্ন দেয়া যাবে না।
৬. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর পত্র বা ও.এম.আর. শীটের বাম পার্শ্বে প্রশ্ন নম্বর ও উহার ডান পার্শ্বে K L M N ভাবে ৪টি বৃত্তাকার ঘর থাকবে।

উদাহরণ: প্রশ্ন নম্বর ও উত্তর: K L M N

প্রার্থী নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর নির্ণয় করে ও.এম.আর. শীটে তাঁর বাছাইকৃত সংশ্লিষ্ট উত্তরের বৃত্তাকার ঘরটি কালো কালির বলপয়েন্ট কলম দ্বারা পূরণ করবেন।

উদাহরণ: প্রশ্ন ৩। বাংলাদেশের রাজধানী- K রাজশাহী L ঢাকা M বগুড়া N কুমিল্লা **উত্তর:** K L M N

সঠিক উত্তরটি হবে ঢাকা, অর্থাৎ L। এক্ষেত্রে ও.এম.আর. শীটের ৩নং প্রশ্নের পাশে K L M N চারটি বৃত্তাকার ঘরের খ নম্বর বৃত্তাকার ঘরটি কালো কালির বলপয়েন্ট কলম দ্বারা ভরাট করতে হবে। যেমন K ● M N

৭. বৃত্তাকার ঘরগুলো পূর্ণভাবে ভরাট করতে হবে। পদ্ধতি নিম্নরূপ:

সঠিক পদ্ধতি: ● ভুল পদ্ধতি: ○ অথবা ○ অথবা ☐ অথবা ⊗ অথবা ⊙

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পূর্বে প্রশ্নটি ভালভাবে পড়ে ও.এম.আর শীটের সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের ডানদিকের একটি মাত্র বৃত্তাকার ঘর ভরাট করতে হবে। কোন প্রশ্নের উত্তর ভুল হলে তা কেটে অন্য কোন ঘর ভরাট করা যাবে না। বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই। কালো কালির বলপয়েন্ট কলম দ্বারা ভরাট করতে হবে। একই প্রশ্নের উত্তরে একাধিক বৃত্তাকার ঘর পূরণ / দাগ দেয়া হলে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর বাতিল বলে গণ্য হবে।

৮. ও.এম.আর শীটটি কোন অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ভাঁজহীন উত্তরপত্র মেশিনে মূল্যায়নের জন্য অপরিহার্য। নির্ধারিত ঘর ব্যতীত অন্য কোন জায়গায় কোনরূপ দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না। এইরূপ দাগ/চিহ্ন থাকলে উত্তরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
৯. ও.এম.আর শীটে রোল নম্বরের ঘর পূরণ করার সময় রোল নম্বরের নিচের বৃত্তাকার ঘরগুলিতে সঠিক সংখ্যা কালো কালির বল-পয়েন্ট কলম দ্বারা পূর্ণভাবে ভরাট করতে হবে। রোল নম্বরের ঘর ভরাট করার সময় অবশ্যই প্রথমে একক, তারপর দশক, অতঃপর শতক এই ক্রম অনুসরণ করে রোল নম্বর-এর ঘর ভরাট করতে হবে। তাছাড়া প্রার্থীর নাম, পিতার নাম, মাতার নাম ও জেলার নাম স্বহস্তে পূরণ করে প্রার্থীর স্বাক্ষরের ঘরে তাকে স্বাক্ষর করতে হবে। ও.এম.আর-এর নিচের অংশের বাম পাশে প্রশ্ন উত্তরসমূহের বৃত্ত পূরণ করবেন। এতদ্ব্যতীত কোন কিছু লিখলে, চিহ্ন দিলে, স্বাক্ষর করলে বা কোন সীলমোহর ব্যবহার করলে উত্তরপত্রটি সরাসরি বাতিল হয়ে যাবে।

উদাহরণ: রোল নং ১২১০৮২১

নিযুত	লক্ষ	অজুত	হাজার	শতক	দশক	একক
১	২	১	০	৮	২	১
০	০	০	●	০	০	০
●	১	●	১	১	১	●
২	●	২	২	২	●	২
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭
৮	৮	৮	৮	●	৮	৮
৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯

১০. ও.এম.আর শীটে পরীক্ষার্থীর পুরুষ / মহিলা পূরণ করার ব্যবস্থা থাকবে। পরীক্ষার্থী পুরুষ হলে পুরুষের বাম দিকের ঘর এবং মহিলা হলে মহিলার বাম দিকের ঘরটি কালো কালির বলপয়েন্ট কলম দ্বারা ভরাট করতে হবে। যেমন: প্রার্থী মহিলা হলে নিম্নরূপভাবে বৃত্ত পূরণ করবেন:

○ পুরুষ
● মহিলা

১১. হাজিরা শীটে প্রার্থীর নাম, রোল নম্বর, প্রার্থীর স্বাক্ষরের জায়গা, উপস্থিতি নিশ্চিত করণের বৃত্ত, ও.এম.আর শীটের সেট কোড, প্রশ্ন পত্রের সেট কোড লেখার জায়গা ও কক্ষ পরিদর্শকের স্বাক্ষরের জায়গা থাকবে। প্রার্থীকে প্রশ্নপত্রের সেট কোড লিখে স্বাক্ষর করতে হবে। একই সাথে প্রার্থীকে হাজিরা শীটের উপস্থিতি বৃত্তটি ভরাট করতে হবে। উল্লেখ্য, অনলাইনে আপলোডকৃত আবেদনপত্রের প্রার্থীর স্বাক্ষরের সাথে হাজিরা শীটের স্বাক্ষরের মিল থাকতে

১২. পরীক্ষায় ওএমআর ফরমে সেট কোডসমূহ পূর্ব-পূরণকৃত অবস্থায় থাকবে। পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা হলে যে ওএমআর ফরমটি দেয়া হবে তাকে সেই সেট কোডটি পূর্ব-পূরণকৃত অবস্থায় আছে কী না তা পরীক্ষার্থী দেখে নিবে।
১৩. পরীক্ষায় প্রশ্ন পত্রের সেট কোডসমূহ এবং ওএমআর ফরমের সেট কোড ভিন্ন হবে। পরীক্ষার্থী ওএমআর সেট কোড এর বিপরীতে কোন সেট কোডের প্রশ্ন পাবে তা পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১৫ মিনিট আগে কক্ষ পরিদর্শক জানিয়ে দিবেন। পরীক্ষার্থী ঠিক কোডের প্রশ্নটি পেলেন কী না তা নিশ্চিত হয়ে নিবে।
১৪. প্রবেশপত্রে নির্ধারিত ওএমআর-এর সেট কোডের বিপরীতে প্রশ্নের যে সেট কোড তা ব্যতীত অন্য সেট কোডে পরীক্ষা দিলে উত্তরপত্রটি বাতিল বলে গণ্য হবে।
১৫. প্রবেশপত্র ব্যতিরেকে কোন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না। পরীক্ষা কেন্দ্রে কোন বই, উত্তরপত্র, নোট বা অন্য কোন কাগজপত্র, ক্যালকুলেটর, মোবাইল ফোন, ভ্যানিটি ব্যাগ, পার্স, হাত ঘড়ি বা ঘড়ি জাতীয় বস্তু, ইলেকট্রনিক্স হাত ঘড়ি বা কোন ধরনের ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস বা এজাতীয় বস্তু সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করা বা সঙ্গে রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যদি কোন পরীক্ষার্থী উল্লিখিত দ্রব্যাদি সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করে তাকে তৎক্ষণিক বহিষ্কার করা সহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা-২০১৯

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালায় পাঁচটি বড় পরিবর্তন এনে ৯ এপ্রিল ২০১৯ 'সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক বিধিমালা-২০১৯' এর গেজেট প্রকাশ করা হয়।

১. নারী প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়ল

নতুন বিধিমালায় সহকারী শিক্ষক পদে পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক করা হয়েছে। এ বিধিতে বলা হয়েছে, কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা অনার্স অথবা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। বয়সসীমা ২১ থেকে ৩০ বছর।

নতুন বিধিমালায় পূর্বের মতোই নারী প্রার্থীদের জন্য ৬০ শতাংশ কোটা বহাল রয়েছে। ২০ শতাংশ পোষ্য কোটা ও বাকি ২০ শতাংশ পুরুষ প্রার্থীদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিষয়ে পাস প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যদি ২০ শতাংশ কোটা পূরণ না হয়, তবে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে।

২. প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে

প্রধান শিক্ষক পদটি দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত হওয়ায় সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) নীতিমালার সঙ্গে সংগতি রেখে বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে। বয়স ২৫-৩৫ বছর থেকে কমিয়ে ২১-৩০ বছর করা হয়েছে। এ ছাড়া পদোন্নতির ক্ষেত্রে ৬৫ শতাংশ এবং পিএসসির মাধ্যমে ৩৫ শতাংশ সরাসরি নিয়োগ দেয়া হবে।

৩. বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার

বর্তমানে যে কোনো বিষয়ে পাস করা প্রার্থীর সমান সুযোগ রয়েছে। মোট পদের শতকরা ২০ ভাগ বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারীদের মধ্য থেকে নেয়া হবে।

৪. নতুন পদ সৃষ্টি

এ ছাড়া ক্লাস্টার বা উপজেলাভিত্তিক আর্ট ও সংগীত শিক্ষক নিয়োগে পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

৫. কেন্দ্রীয় কমিটির সুপারিশ ছাড়া নিয়োগ নয়

নতুন বিধিমালায় শিক্ষক নিয়োগ আগের মতোই উপজেলা বা থানাভিত্তিক হবে। তবে কেন্দ্রীয়ভাবে গঠিত সহকারী শিক্ষক নির্বাচন কমিটির সুপারিশ ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে সহকারী শিক্ষক পদে সরাসরি নিয়োগ দেয়া যাবে না। বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হলে কাউকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে নিয়োগ দেয়া যাবে না। যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নন, এমন ব্যক্তিকেও শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া যাবে না।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে ২০১৩ সালের নিয়োগ বিধিমালা অনুসরণ করে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

Ministry of Primary and Mass Education
(www.mopme.gov.bd)

- অধিনস্ত দপ্তরসমূহ : ১. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ৩. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী
৪. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট
- রূপকল্প (Vision) : মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও জীবনব্যাপী শিক্ষা
- অভিলক্ষ্য (Mission) : প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য প্রাথমিক ও জীবনব্যাপী শিক্ষা নিশ্চিতকরণ
- দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী : মো. জাকির হোসেন (০৭ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ থেকে)

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

Directorate of Primary Education
(Website: www.dpe.gov.bd)

- রূপকল্প (Vision) : সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা।
- অভিলক্ষ্য (Mission) : প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে সকল শিশুর জন্য একীভূত ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।
- মহাপরিচালক : মো. ফসিউল্লাহ (১৯ জানুয়ারি ২০২০ থেকে)

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

Bureau of Non-formal Education
(Website: www.bnfe.gov.bd)

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো যে সকল ব্যক্তি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে নাই, সেই সব ব্যক্তিদের জন্য কাজ, শিক্ষা ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য দায়ী। এর সংস্থার সদরদপ্তর বাংলাদেশের ঢাকায় অবস্থিত। এ ব্যুরোর প্রধানের পদবি হল মহাপরিচালক। ব্রিটিশ শাসনামলে ১৯১৮ সালে নৈশ বিদ্যালয়ে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রথম চালু হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর ১৯৯২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত বিভাগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৫ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে বিলুপ্ত করে রাজস্ব খাতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অন্যদিকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ মহান জাতীয় সংসদে পাস করেছে।

- রূপকল্প (Vision) : নিরক্ষরতা মুক্ত বাংলাদেশ
- অভিলক্ষ্য (Mission) : নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞান দানের মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা।
- মহাপরিচালক : তপন কুমার ঘোষ

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)

National Academy for Primary Education (NAPE)
(Website: www.nape.gov.bd)



এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৬৯ সনে জুনিয়র ট্রেনিং কলেজ (জেটিসি) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহ ছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম, ফেনী, রংপুর ও যশোরে অনুরূপ আরো পাঁচটি জুনিয়র ট্রেনিং কলেজ (জেটিসি) স্থাপিত হয়। মহান স্বাধীনতার

পর ১৯৭২ সালে জুনিয়র ট্রেনিং কলেজ (জেটিসি)গুলো রূপান্তরিত হয়ে কলেজ অব এডুকেশন নামে যাত্রা শুরু করে। উক্ত কলেজগুলোতে ৩ বছর মেয়াদি ব্যাচেলর অব আর্টস ইন

এডুকেশন (বিএ ইন এডুকেশন) কোর্স চালু হয়। ১৯৭৮ সালে ঢাকাস্থ কলেজ অব এডুকেশনটি সরকারি কবি নজরুল কলেজ হিসেবে রূপান্তরিত হয়। অন্য চারটি কলেজ অব এডুকেশন (চট্টগ্রাম, ফেনী, রংপুর ও যশোর) টিচার্স ট্রেনিং কলেজে উন্নীত হয়। এছাড়া ১৯৭৮ সালে ময়মনসিংহস্থ কলেজ অব এডুকেশনটি “মৌলিক শিক্ষা একাডেমি” (Academy for Fundamental Education) নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৫ সালে এর নামকরণ করা হয় “জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)। ২০০৪ সালের ১ অক্টোবর থেকে একাডেমী স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

- লক্ষ্য: প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে প্রশিক্ষক এবং শিক্ষকগণের সর্বোচ্চ পেশাগত মান ও যোগ্যতা নিশ্চিত করে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন
- উদ্দেশ্য: প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে প্রশিক্ষক এবং শিক্ষকগণের সর্বোচ্চ পেশাগত মান ও যোগ্যতা নিশ্চিত করে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন
- মহাপরিচালক: মো. শাহআলম

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট

Compulsory Primary Education
Implementation Monitoring Unit (CPEIMU)
Website: www.cpeimu.gov.bd

সংবিধান স্বীকৃত বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন, ১৯৯০ পাশ করা হয়। এ আইনের বিধান অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন অগ্রগতির সমন্বয়, পরিবীক্ষণ পর্যালোচনার জন্য ১৯৯০ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট সৃষ্টি করা হয়। এ ইউনিটের অনুমোদিত মোট জনবল ৫৫ জন। বর্তমানে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এবং সবার জন্য মানসম্মত টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ সাধনে সরকার বদ্ধপরিকর। পাশাপাশি রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। অত্র ইউনিটের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শন ও মনিটরিং এর মাধ্যমে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়া হ্রাস ও প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। সরকারের অভীষ্ট লক্ষ্য ও অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট বদ্ধ পরিকর।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মান সম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

প্রাথমিক শিক্ষার ২৯ টি প্রান্তিক যোগ্যতা

বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন ১৯৯০ প্রবর্তনের পর প্রাথমিক স্তরে পর্যায়ক্রমে শতভাগ শিক্ষার্থী ভিত্তি হার নিশ্চিত হয়েছে এবং বারে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাও ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি বিশাল অর্জন। কিন্তু এই অর্জন পরিমাণগত, মানগত অর্জনের সাফল্যও নিশ্চিত করা জরুরি। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা পূরণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা যে চিহ্নিত অর্জনযোগ্য যোগ্যতাগুলো (জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি) অর্জন করবে বলে নির্ধারিত রয়েছে, সে গুলোকে প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা বলে। এনসিটিবির বিশেষজ্ঞ দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক প্রশিক্ষক ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞের সহায়তায় প্রাথমিক শিক্ষান্তরের জন্য সর্বমোট ২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার ২৯ টি প্রান্তিক যোগ্যতা

০১. সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন, সকল সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসায় উদ্দীপ্ত হওয়া।
০২. নিজ নিজ ধর্ম প্রবর্তকের আদর্শ এবং ধর্মীয় অনুশাসন অনুশীলনের মাধ্যমে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করা।
০৩. সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্দীপ্ত ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
০৪. কল্পনা, কৌতূহল, সৃজনশীলতা ও বুদ্ধির বিকাশে আগ্রহী হওয়া।
০৫. সংগীত, চারু ও কারুকলা ইত্যাদির মাধ্যমে সৃজনশীলতা, সৌন্দর্যচেতনা, সুকুমারবৃত্তি ও নান্দনিকবোধের প্রকাশ এবং সৃজনশীলতার আনন্দ ও সৌন্দর্য উপভোগে সামর্থ্য অর্জন করা।
০৬. প্রকৃতির নিয়মগুলো জানার মাধ্যমে বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করা।
০৭. বিজ্ঞানের নীতি ও পদ্ধতি এবং যৌক্তিক চিন্তার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের অভ্যাস গঠন এবং বিজ্ঞানমনস্কতা অর্জন করা।
০৮. প্রযুক্তি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে জানা ও প্রয়োগের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।
০৯. বাংলা ভাষার মৌলিক দক্ষতা অর্জন এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা কার্যকরভাবে ব্যবহার করা।
১০. বিদেশি ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষার মৌলিক দক্ষতা অর্জন ও ব্যবহার করা।
১১. গাণিতিক ধারণা ও দক্ষতা অর্জন করা।
১২. যৌক্তিক চিন্তার মাধ্যমে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারা।
১৩. মানবাধিকার, আন্তর্জাতিকতাবোধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বসংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
১৪. স্বাধীন ও মুক্তচিন্তায় উৎসাহিত হওয়া এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুশীলন করা।
১৫. নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপণ এবং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা।
১৬. ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণে যত্নশীল হওয়া।
১৭. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের মানসিকতা অর্জন করা।
১৮. অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে ত্যাগের মনোভাব অর্জন ও পরমতসহিষ্ণুতা প্রদর্শন এবং মানবিক গুণাবলি অর্জন করা।
১৯. সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নিজের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া।
২০. প্রতিকূলতা ও দুর্ভোগ সম্পর্কে জানা এবং তা মোকাবেলায় দক্ষ ও আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া।
২১. নিজের কাজ নিজে করা এবং শ্রমের মর্যাদা দেওয়া।
২২. প্রকৃতি, পরিবেশ ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জানা ও ভালোবাসা এবং পরিবেশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হওয়া।
২৩. আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনের সমস্যা মোকাবেলায় ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণে সচেষ্ট হওয়া।
২৪. মানুষের মৌলিক চাহিদা ও পরিবেশের ওপর জনসংখ্যার প্রভাব এবং জনসম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে জানা।
২৫. শরীরচর্চা ও খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধন এবং নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করা।
২৬. নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের অভ্যাস গঠন করা।
২৭. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হওয়া এবং ত্যাগের মনোভাব গঠন ও দেশ গড়ার কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।
২৮. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা এবং এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
২৯. বাংলাদেশকে জানা ও ভালোবাসা।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
(www.moedu.gov.bd)

ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:

শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করার আগে শিশুর অন্তর্নিহিত অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতুহল, আনন্দবোধ ও অফুরন্ত উদ্যমের মতো সর্বজনীন মানবিক বৃত্তির সৃষ্টি বিকাশ এবং প্রয়োজনীয় মানসিক ও দৈহিক প্রস্তুতিগ্রহণের পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। তাই তাদের জন্য বিদ্যালয়-প্রস্তুতিমূলক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরি। অন্যান্য শিশুর সঙ্গে একত্রে এই প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা শিশুর মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। কাজেই ৫+ বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য প্রাথমিকভাবে এক বছর মেয়াদি প্রাকপ্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হবে। পরবর্তীকালে তা ৪+ বছর বয়স্ক শিশু পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে। এই পর্যায়ে শিক্ষাক্রম হবে:

- শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুর আগ্রহ সৃষ্টিমূলক এবং সুকুমার বৃত্তির অনুশীলন।
- অন্যদের প্রতি সহনশীলতা এবং পরবর্তী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ।

কৌশল

১. অন্যান্য গ্রহণযোগ্য উপায়ের সঙ্গে ছবি, রং, নানা ধরনের সহজ আকর্ষণীয় শিক্ষাউপকরণ, মডেল, হাতের কাজের সঙ্গে ছড়া, গল্প, গান ও খেলার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে।
২. শিশুদের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা ও কৌতুহলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে তাদের স্বাভাবিক প্রাণশক্তি ও উচ্ছাসকে ব্যবহার করে আনন্দময় পরিবেশে মমতা ও ভালোবাসার সঙ্গে শিক্ষা প্রদান করা হবে। শিশুদের সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে যেন তারা কোনোভাবেই কোনোরকম শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের শিকার না হয়।
৩. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে বাড়তি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি ও শ্রেণীকক্ষ বৃদ্ধি করা হবে। তবে সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল হওয়ায় ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা হবে।
৪. মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও প্যাগোডায় ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত সকল ধর্মের শিশুদেরকে ধর্মীয়জ্ঞান, অক্ষরজ্ঞান সহ আধুনিক শিক্ষা ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদানের কর্মসূচি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে গণ্য করা হবে।

খ. প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যাধিক। দেশের সব মানুষের শিক্ষার আয়োজন এবং জনসংখ্যাকে দক্ষ করে তোলার ভিত্তিমূল প্রাথমিক শিক্ষা। তাই মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের জন্য জাতিসত্তা, আর্থ- সামাজিক, শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা এবং ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। একাজ করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। শিক্ষার এই স্তর পরবর্তী সকল স্তরের ভিত্তি সৃষ্টি করে বলে যথাযথ মানসম্পন্ন উপযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্থান ও বিদ্যালয় ভেদে সুযোগ-সুবিধার প্রকট বৈষম্য, অবকাঠামোগত সমস্যা, শিক্ষক-স্বল্পতা ও প্রশিক্ষণের দুর্বলতাসহ বিরাজমান সমস্যাসমূহ দূর করে জাতির সার্বিক শিক্ষার ভিত শক্ত করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষা হবে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক এবং সকলের জন্য একই মানের।

অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক এবং ভৌগোলিক কারণে বর্তমানে শতভাগ শিশুদের প্রাথমিক স্কুলের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না, ২০১০-১১ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত করা হবে। যে সমস্ত গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেসকল গ্রামে ন্যূনপক্ষে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় দ্রুত প্রতিষ্ঠা করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ:

- মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা। বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করা।
- কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বাধ্যতামূলক করা।
- শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচারবোধ, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবাধিকার, সহ-জীবনযাপনের মানসিকতা, কৌতুহল, প্রীতি, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করা এবং তাকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করা এবং কুসংস্কারমুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করা।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বীগুত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দেশাত্মবোধের বিকাশ ও দেশগঠনমূলক কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করা।
- শিক্ষার্থীর নিজ স্তরের যথাযথ মানসম্পন্ন প্রান্তিক দক্ষতা নিশ্চিত করে তাকে উচ্চতর ধাপের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী এবং উপযোগী করে তোলা। এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। এছাড়া ভৌত অবকাঠামো, সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, শিক্ষকশিক্ষার্থী সম্পর্ক আকর্ষণীয় করে তোলা এবং মেয়েদের মর্যাদা সমুল্লত রাখা।
- শিক্ষার্থীকে জীবনযাপনের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, জীবন-দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে সমর্থ করা এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষা লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে কার্যিক শ্রমের প্রতি আগ্রহ ও মর্যাদাবোধ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব স্ব মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে পঞ্চাংগদ এলাকাসমূহে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়া।
- সবধরনের প্রতিবন্ধীসহ সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

Primary Education Development Project (PEDP)



ইউনিসেফ (UNICEF) সহায়তাপুষ্ট আইডিয়াল প্রকল্প, ডিএফআইডি(DFID) সহায়তাপুষ্ট এসটিম প্রকল্প, নোরাড সহায়তাপুষ্ট প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন প্রকল্পের সমন্বয়ে ১৯৯৭ সালে শুরু হয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (Primary Education Development Project) বা পিইডিপি। প্রকল্প প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর(ডিপিই) কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়।

২০০৩ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত পিইডিপি-১: প্রকল্পে শিক্ষার্থীর সংখ্যা, শিক্ষা সমাপন, শিক্ষার মান ও মনিটরিংসহ ১০টি লক্ষ্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

২০০৪ সালে পিইডিপি-২: গ্রহণ করা হয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন, বিদ্যালয়ের পরিবেশ আকর্ষণীয় করা, বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে সমন্বয়, স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয় এই ধাপে।

পিইডিপি-৩: ২০১১ থেকে জুন ২০১৬ মেয়াদী অনুমোদন দেয়া ২০১১ সালে। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৮ নাগাদ বৃদ্ধি করা হয়। পিইডিপি-৩-এর অধীনে দেশব্যাপী তিন হাজার ৬৮৫টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, দুই হাজার ৭০৯টি বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৪০-এ নিয়ে আসা, এক লাখ ২৮ হাজার ৯৫৫টি টয়লেট স্থাপন, ৪৯ হাজার ৩০০টি নলকূপ ও ১১ হাজার ৬০০টি শ্রেণিকক্ষ মেরামতসহ জেলা-উপজেলায় রিসোর্স সেন্টার করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এর অর্থ দাঁড়ায় পিইডিপি-৩ প্রকল্পে আবকাঠামোগত উন্নয়নই বেশি গুরুত্ব পায়। অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার গৃহটি হতে হবে সুন্দর, মজবুত ও আকর্ষণীয়।

পিইডিপি-৪: প্রকল্প ২২ মে ২০১৮ সালে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় অনুমোদন দেয়া হয়। চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪ প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৪ হাজার ৬৫৪ কোটি টাকা।

এর মধ্যে জিওবি ৩১ হাজার ৮৪৮.৫৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১২ হাজার ৮০৫ কোটি টাকা। প্রকল্প সাহায্য হিসাবে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলো- বিশ্বব্যাংক, এডিবি, জাইকা, ইইউ, ডিএফআইডি, অস্ট্রেলিয়ান এইড, কানাডিয়ান সিডা, সুইডিশ সিডা, ইউনিসেফ ও ইউএসএইড প্রকল্পটিতে অর্থায়ন করবে। ২০১৮ সাল থেকে ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত মেয়াদকালে এটি বাস্তবায়িত হবে।

এ প্রকল্পের অধীনে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো:

- শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে এক লাখ ৬৫ হাজার ১৭৪ জন শিক্ষক নিয়োগ ও পদায়ন করা
- এক লাখ ৩৯ হাজার ১৭৪ জন শিক্ষকের ডিপ-ইন এড প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ৫৫ হাজার শিক্ষকদের ইনডাকশন / প্রতিষ্ঠানিক / বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ১৭শ শিক্ষকের এক বছর মেয়াদে সাব ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ,
- ২০ হাজার শিক্ষকের এক বছর মেয়াদে আইসিটি ট্রেনিং,
- ৬৫ হাজার শিক্ষকের লিডারশিপ ট্রেনিং;
- ২৫৯০ সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা / উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষকের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ।
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ৩৫ হাজার কর্মকর্তা ও শিক্ষকের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ;
- ২০০ জন শিক্ষক / কর্মকর্তার এক বছর মেয়াদে বৈদেশিক মাস্টার্স;
- ১১৪০ জন প্রশিক্ষক এক লাখ ৩০ হাজার জন প্রাথমিক শিক্ষকদের ব্রিটিশ কাউন্সিলের (সিপেল সোর্স) মাধ্যমে ইংরেজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বিশ্ব গণিত অলিম্পিয়াড আয়োজন;
- সকল বিদ্যালয়কে প্রি-প্রাইমারি শিক্ষার উপযোগিকরণ (৩৫৮.২০ কোটি টাকা)।

বাংলাদেশের ৬৮ পিটিআই (= প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট)



প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর আওতাধীন প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) একটি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। পিটিআই মূলতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সি-ইন-এড কোর্সে প্রশিক্ষণ দানকারী প্রতিষ্ঠান। এখানে সরকারি ও রেজিঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও এখানে বিভিন্ন বিষয়ে (প্রাথমিক স্কুলের বিষয়গুলোর) টট (ToT) প্রশিক্ষণ, নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষকদের বেসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। পিটিআই এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ হচ্ছে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি)। ইউআরসি সমূহে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

এছাড়াও ইউআরসিতে প্রধান শিক্ষক ও এসএমসি (স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি) কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ, এসএমসি (স্কুল ম্যানেজমেন্ট) প্রশিক্ষণ, উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং বেসিক ইন সার্ভিস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট পিটিআই-এর সংখ্যা ৬৮টি। এর মধ্যে সরকারি ৬৭টি এবং বেসরকারি ১টি। দেশের ৬৪টি জেলায় ৬৪টি সরকারি পিটিআই রয়েছে। এছাড়া বগুড়ার সোনতলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জের দাদনচক এবং চট্টগ্রামের পটিয়ায় ৩টি সরকারি পিটিআই রয়েছে। দেশের একমাত্র বেসরকারি পিটিআই হলো ময়মনসিংহের হাজি কাশেম আলী পিটিআই। পিটিআই প্রধানের পদবী সুপারিনটেনডেন্ট।

2022 সালে অনুষ্ঠিত JOB পরীক্ষার GK প্রশ্নের analysis

পরীক্ষার নাম	তারিখ	মোট GK	স্থায়ী GK	সাম্প্রতিক GK
হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, জুনিয়র অডিটর	জুলাই : 2022	১০	০৯	মাত্র ১ টি
নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	জুন : 2022	১০	১০	একটিও না
বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU), উচ্চমান সহকারী	জুন : 2022	২০	১৯	মাত্র ১ টি
Islami Bank Bangladesh Ltd.	জুন : 2022	৪১	৪১	একটিও না
খাদ্য অধিদপ্তর , আরএমও/উপসহকারী প্রকৌশলী	জুন : 2022	১৬	১৫	মাত্র ১ টি
ডাক অধিদপ্তর (বিভিন্ন পদ)	জুন : 2022	১৫	১৫	একটিও না
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়. কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	মে : 2022	১০	১০	একটিও না
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	মে : 2022	১৫	১৫	একটিও না
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	মে : 2022	১৫	১৪	মাত্র ১ টি
প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক	এপ্রিল : 2022	১৬	১৪	মাত্র ২ টি
মৎস্য অধিদপ্তর	এপ্রিল : 2022	০৮	০৭	মাত্র ১ টি
কর কমিশনারের কার্যালয়, কর অঞ্চল-৫	এপ্রিল : 2022	২০	১৯	মাত্র ১ টি
ডাক জীবন বীমা, পূর্বাঞ্চল সার্কেল	এপ্রিল : 2022	১৫	১৩	মাত্র ২ টি
হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, জুনিয়র অডিটর	এপ্রিল : 2022	২০	২০	একটিও না
হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	মার্চ : 2022	১৮	১৭	মাত্র ১ টি
খাদ্য মন্ত্রণালয়, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক	ফেব্রু : 2022	১০	১০	একটিও না
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	ফেব্রু : 2022	২৩	১৯	মাত্র ৪ টি
Combined 8 Bank (officer)	জানু. : 2022	২০	১৯	মাত্র ১ টি

‘সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক’

নিয়োগ পরীক্ষার GK প্রশ্নের



-খুলে-দেয়া an@lysis

পরীক্ষার নাম	তারিখ	মোট GK	স্থায়ী GK	সাম্প্রতিক GK
প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক	২২/০৪/২২	১৬	১৪	মাত্র ২ টি
প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক	২০/০৫/২২	১৫	১১	মাত্র ৪ টি
প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক	০৩/০৬/২২	১৫	১২	মাত্র ৩ টি
প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (খাগড়াছড়ি)	০৮/০৪/২২	১৪	১৩	মাত্র ১ টি
প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (সেট: ৮৪৩৩)	২৮/০৬/১৯	১৪	১৪	একটিও না
প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (সেট: ২৫৯৪)	২১/০৬/১৯	১৬	১৬	একটিও না
প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক	২৪/০৫/১৯	১৩	১১	মাত্র ২ টি
প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক	৩১/০৫/১৯	১৬	১৪	মাত্র ২ টি
প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক	০১/০৬/১৮	১৩	১৩	একটিও না
প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক	২৬/০৬/১৮	১৪	১৪	একটিও না
প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক	১১/০৫/১৮	১৫	১৫	একটিও না
প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক	২০/০৪/১৮	১৪	১৩	মাত্র ১ টি
প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক	২৯/১০/১৬	১২	১০	মাত্র ২ টি
প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক	৩০/১০/১৫	১৪	১৩	মাত্র ১ টি
প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক	১৬/১০/১৫	১৬	১৫	মাত্র ১ টি
প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক	২৮/০৮/১৫	১৫	১৪	মাত্র ১ টি



অধ্যায় ► ১

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ

পরীক্ষার

বিগত বছরের প্রশ্ন

ব্যাখ্যাসহ সমাধান

প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ২০২২

Exam Analysis 2022

পরীক্ষা অনুষ্ঠিত: ৩ ধাপে ♦ মোট প্রশ্নপত্র: ৩ সেট

২০২২ সালে প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা উপজেলাভিত্তিক তিন ধাপে অনুষ্ঠিত হয়।

- ২২ এপ্রিল ২০২২ প্রথম ধাপের পরীক্ষায় ১৪ জেলার সম্পূর্ণ উপজেলা এবং ৮ জেলার আংশিক উপজেলায় মোট ৮০টি MCQ প্রশ্নের একাধিক সেট থাকলেও সকল সেটে প্রশ্ন ছিলো মূলত একই। শুধু প্রশ্নের ক্রম পরিবর্তন করে সেট তৈরি করা হয়েছিলো।
- ২০ মে ২০২২ দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষায় ৮ জেলার সম্পূর্ণ উপজেলা এবং ২২ জেলার আংশিক উপজেলায় মোট ৮০টি MCQ প্রশ্নের একাধিক সেট থাকলেও সকল সেটে প্রশ্ন ছিলো মূলত একই। শুধু প্রশ্নের ক্রম পরিবর্তন করে সেট তৈরি করা হয়েছিলো।
- ৩ জুন ২০২২ দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষায় ১৮ জেলার সম্পূর্ণ উপজেলা এবং ১৪ জেলার আংশিক উপজেলায় মোট ৮০টি MCQ প্রশ্নের একাধিক সেট থাকলেও সকল সেটে প্রশ্ন ছিলো মূলত একই। শুধু প্রশ্নের ক্রম পরিবর্তন করে সেট তৈরি করা হয়েছিলো।

প্রশ্ন Analysis: ২০২২

বিষয়	প্রথম ধাপ ১৪ জেলা সম্পূর্ণ, ৮ জেলা আংশিক	দ্বিতীয় ধাপ ৮ জেলা সম্পূর্ণ, ২২ জেলা আংশিক	তৃতীয় ধাপ ১৮ জেলা সম্পূর্ণ, ১৪ জেলা আংশিক
সেট			
বাংলা ব্যাকরণ	৬	১৪	১২
বাংলা সাহিত্য	১৪	৩	৩
English Grammar	২০	২০	২০
English Literature	১	-	-
পাটিগণিত	১৩	১৬	১৪
বীজগণিত	৪	১	২
জ্যামিতি	৩	৩	৩
সাধারণ বিজ্ঞান	২	৩	৪
বাংলাদেশ বিষয়াবলী	১২	১৪	১৮
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী	৬	৩	২
কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি	-	৩	২
মোট	৮০	৮০	৮০

২২ এপ্রিল ২০২২ প্রথম ধাপের পরীক্ষা একই প্রশ্নপত্রে ভিন্ন ভিন্ন সেটে যে যে উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয় তার তালিকা নিচে দেয়া হলো:

ক্রম	জেলার নাম	উপজেলার নাম
০১	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সকল উপজেলা
০২	মাগুরা	সকল উপজেলা
০৩	শেরপুর	সকল উপজেলা
০৪	গাজীপুর	সকল উপজেলা
০৫	নরসিংদী	সকল উপজেলা
০৬	মানিকগঞ্জ	সকল উপজেলা
০৭	ঢাকা	সকল উপজেলা
০৮	মাদারীপুর	সকল উপজেলা
০৯	মুন্সীগঞ্জ	সকল উপজেলা
১০	লক্ষ্মীপুর	সকল উপজেলা
১১	ফেনী	সকল উপজেলা
১২	চট্টগ্রাম	সকল উপজেলা
১৩	মৌলভীবাজার	সকল উপজেলা
১৪	লালমনিরহাট	সকল উপজেলা

ক্রম	জেলার নাম	উপজেলার নাম
১৫	সিরাজগঞ্জ	উল্লাপাড়া, বেলকুচি, চৌহালী, কামারখন্দ, কাজীপুর
১৬	যশোর	বিকরগাছা, কেশবপুর, মণিরামপুর, শার্শা
১৭	ময়মনসিংহ	ভালুকা, ধোবাউড়া, ফুলবাড়িয়া, গফরগাঁও, গৌরীপুর, হালুয়াঘাট, ঈশ্বরগঞ্জ
১৮	নেত্রকোনা	আটপাড়া, বারহাটা, দুর্গাপুর, কলমাকান্দা, কেন্দুয়া
১৯	কিশোরগঞ্জ	অষ্টগ্রাম, বাজিতপুর, ভৈরব, হোসেনপুর, ইটনা, করিমগঞ্জ, কটিয়াদি
২০	টাঙ্গাইল	সদর, ভূয়াপুর, দেলদুয়ার, ধনবাড়ি, ঘাটাইল, গোপালপুর,
২১	কুমিল্লা	বরুয়া, ব্রাহ্মণপাড়া, বুড়িচং, চান্দিনা, চৌদ্দগ্রাম, সদর, মেঘনা, দাউদকান্দি
২২	নোয়াখালী	কবিরহাট, সদর, সেনবাগ, সোনাইমুড়ি, সুবর্ণচর

[দ্রষ্টব্য: উত্তরদাতা প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ১ (এক) নম্বর পাবেন এবং প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ (দশমিক দুই পাঁচ) নম্বর কাটা যাবে।]

১. If the price is low, demand ____.

- ক. will be increased ● will increase
গ. is increased ঘ. would be increased

ব্যাখ্যা: এই বাক্যটির সঠিক বাংলা হলো - যদি দাম কমে, তাহলে চাহিদা বাড়ে বা বাড়বে। এটি একটি স্বাভাবিক ঘটনা - তাই demand increases অথবা demand will increase দুটাই সঠিক।

২. $2x = 3y + 5$ হলে $4x - 6y =$ কত?

- 10 (খ) 15 (গ) 20 (ঘ) 12

ব্যাখ্যা: দেয়া আছে $2x = 3y + 5 \Rightarrow 2x - 3y = 5$
 $\Rightarrow 2(2x - 3y) = 2 \times 5 \Rightarrow 4x - 6y = 10$

৩. ৬ ফুট অন্তর বৃক্ষের চারা রোপণ করা হলে ১০০ গজ দীর্ঘ রাস্তায় সর্বোচ্চ কতগুলো চারা রোপণ করা যাবে?

- (ক) ৭ (খ) ৫০
● ৫১ (ঘ) ৬০

ব্যাখ্যা: আমরা জানি ১ গজ = ৩ ফুট

$$১০০ \text{ " } = (৩ \times ১০০) \text{ ফুট বা } ৩০০ \text{ ফুট}$$

৬ ফুট অন্তর বৃক্ষের চারা রোপণ করা হলে ৩০০ ফুটে গাছ

$$\text{লাগানো যাবে } \frac{৩০০}{৬} = ৫০ \text{ টি।}$$

কিন্তু শেষের বা প্রথম যে বৃক্ষটি লাগানো হবে তা ৬ ফুটের হিসাবে আসেনি। অর্থাৎ ১ টি গাছ বাদ পড়েছে।

$$\therefore \text{ মোট গাছ হবে } (৫০ + ১) = ৫১ \text{ টি}$$

৪. 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি' পঙ্ক্তিটি কার?

- মদনমোহন তর্কালংকার (খ) কালিপ্রসন্ন সিংহ
(গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (ঘ) অক্ষয়কুমার দত্ত

ব্যাখ্যা: 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি' পঙ্ক্তিটি মদনমোহন তর্কালংকার-এর। তাঁর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পঙ্ক্তি হলো: পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল, কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।

৫. There is _____ milk in the bottle.

- ক. very little খ. small
গ. very few ● a little

ব্যাখ্যা: few অর্থ একেবারে কম সংখ্যক (countable)। a little অর্থ কম পরিমাণে (uncountable)। milk, sugar, water, work প্রভৃতি হলো uncountable noun।

৬. ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) পণ্য হিসেবে কবে বাংলাদেশের ইলিশ সনদপ্রাপ্ত হয় ?

- ১৭ আগস্ট ২০১৭ (খ) ২৭ জানুয়ারি ২০১৯
(গ) ১৭ জুন ২০২১ (ঘ) ১৭ নভেম্বর ২০১৬

ব্যাখ্যা: ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) পণ্য হিসেবে বাংলাদেশের ইলিশ *WIPO* কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত হয় ১৭ আগস্ট ২০১৭ সালে। এছাড়া *WIPO* কর্তৃক স্বীকৃত বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য GI পণ্য জামদানি শাড়ি ২০১৬ সালে, ২০১৮ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জের খিরসাপাত বা হিমসাগর আম (২০১৯ সালে অন্তর্ভুক্ত)। ২০২১ সালের ২৬ এপ্রিল জিআই হিসেবে নিবন্ধন পায় ঢাকাই মসলিন, রাজশাহীর সিল্ক, রংপুরের শতরঞ্জি, কালিজিরা চাল, দিনাজপুরের কাটারিভোগ, বিজয়পুরের সাদামাটি।

৭. এসডিজি (SDG)-এর কোন অভীষ্টটি প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত ?

- ৪ (খ) ৫ (গ) ৬ (ঘ) ৭

ব্যাখ্যা: এসডিজি (SDG)-এর ৪ নম্বর অভীষ্টটি প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ ১৭-টি লক্ষ্য ও ১৬৯-টি সহায়ক লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করে।

৮. 'যার বংশ পরিচয় এবং স্বভাব কেউই জানে না'-বাক্যটির বাক্য সংকোচন নিচের কোনটি ?

- অজ্ঞাতকুলশীল (খ) বংশপরিচয়হীন
(গ) কুলবংশহীন (ঘ) অজ্ঞাতকুলীন

ব্যাখ্যা: 'যার বংশ পরিচয় এবং স্বভাব কেউই জানে না'- অজ্ঞাতকুলশীল। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাক্য সংকোচন হলো: যার উপস্থিতি বুদ্ধি আছে- প্রতুৎপন্নমতি; যার অন্য উপায় নেই - অনন্যোপায়; কষ্টে অতিক্রম করা যায় যাহা-দুরতিক্রম্য।

৯. 32 এর 2 ভিত্তিক লগারিদম কত?

- (ক) 6 (খ) 3 (গ) 4 ● 5

ব্যাখ্যা: $\log_2 32 = \log_2 2^5 = 5 \log_2 2^5 = 5 \times 1 = 5$

১০. What is an epic?

- ক. a novel ● a long poem
গ. a long prose composition
ঘ. a romance

ব্যাখ্যা: epic হলো মহাকাব্য বা অনেক বড় কবিতা, যেমন : *The Paradise Lost* এবং *The Paradise Regained* by Milton। novel অর্থ উপন্যাস। romance অর্থ বিস্মিত কল্পিত কাহিনী; দুঃসাহসিক গল্প।

১১. ৪৮ সংখ্যাটি কোন সংখ্যার ৮০%?

- (ক) ৫০ ● ৬০ (গ) ৭০ (ঘ) ৮০

ব্যাখ্যা: ধরি 'ক' এর ৮০% = ৪৮

$$\Rightarrow k \times \frac{৮০}{১০০} = ৪৮ \Rightarrow \frac{৪৮}{৫} = ৪৮$$

$$\Rightarrow ৪৮ = ৪৮ \times ৫ \Rightarrow k = \frac{৪৮ \times ৫}{৪} = ৬০$$

সুতরাং ৬০ এর ৮০% হলো ৪৮

১২. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

- (ক) সূর্য পূর্বদিকে উদয়মান হয়।
(খ) সূর্য পূর্বদিকে উদয়মান হয়।
(গ) সূর্য পূর্বদিকে উদয় হয়। ● সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়।
শুদ্ধ বাক্য হলো- সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়। আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শুদ্ধ বাক্য: বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত; ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী; সকল আলেম আজ উপস্থিত; মেয়েটি পাগল হয়ে গেছে।

১৩. ০.০০০১ এর বর্গমূল কোনটি ?

- ০.০১ (খ) ১ (গ) ০.২ (ঘ) ০.১

ব্যাখ্যা:
$$\begin{array}{r} ০.০০০১ \\ \times ০.০১ \\ \hline ০১ \\ ০ \end{array}$$

[নোট : দশমিক অংশে যাওয়ায় আগে ভাগফলে শূন্য দিলাম। তারপর ১ম জোড়া শূন্য থাকায় ভাগফলে শূন্য দিলাম। পরের জোড়া ০১। ১ এর বর্গমূল ১। তাই ভাগফলে ১ হবে]

১৪. 'কার্যে বিরতি' অর্থে কোন বাগধারাটি প্রযোজ্য ?

- (ক) হাত করা ● হাত গুটান
(গ) হাত থাকা (ঘ) হাত আসা

ব্যাখ্যা: 'কার্যে বিরতি' অর্থে 'হাত গুটান' বাগধারাটি প্রযোজ্য। হাত গুটান অর্থ হলো কোনো কাজ সমাপ্তি করা বা শেষ করা।

১৫. চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা হতে তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করতে বিয়োগফল কত হবে ?

- (ক) ৮৮৯৮ ● ৯৮৯৯ (গ) ৯৯৯৯ (ঘ) ৯১৯৯

ব্যাখ্যা: চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা ৯৯৯৯

তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম " ১০০

$$\therefore \text{বিয়োগফল} (৯৯৯৯ - ১০০) = ৯৮৯৯$$

১৬. ৭ সেমি. ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের অন্তর্নিহিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেমি?

- (ক) ১৯৬ ● ৯৮ (গ) ৯৬ (ঘ) ১৯২

ব্যাখ্যা: দেয়া আছে,

$$\text{বৃত্তের ব্যাসার্ধ} = ৭ \text{ সে. মি.} = \text{বর্গক্ষেত্রের } \frac{1}{2} \text{ কর্ণ}$$

$$\therefore \text{বর্গক্ষেত্রের কর্ণ} = ৭ + ৭ = ১৪$$

ধরি বর্গক্ষেত্রের বাহু a

$$\therefore \text{কর্ণ } \sqrt{2}a = ১৪$$

$$\Rightarrow a = \frac{১৪}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল } a^2 = \left(\frac{১৪}{\sqrt{2}} \right)^2 = \frac{১৯৬}{২} = ৯৮ \text{ বর্গ সে. মি.}$$

